প্রথম বক্তৃতা

খ্রীষ্টিয় বিবাহে প্রথমিকতা

প্রতিলিপি বক্তৃতা ১

প্রকৃত বাইবেল ভিত্তিক বিবাহ কী এবং এটি কিরূপে অন্য ধরনের বিবাহ থেকে ভিন্ন? বাইবেল কীভাবে একজন বিশ্বাসীর সঙ্গীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সম্বন্ধে অবগত করে এবং অধীনে রাখে? বাইবেল কি কোন আদর্শের দ্বারা আমাদের পরিচালিত করে? শাস্ত্র বিবাহ সম্বন্ধে ঈশ্বরের নকশা এবং বিবাহের প্রথমিকতা সম্বন্ধে কী শিক্ষা দেয়? স্বামী এবং স্ত্রীদের প্রতি কী কী নির্দিষ্ট ভূমিকা ঈশ্বর দিয়েছেন? আমাদের প্রতিদিনের জীবনে কিভাবে আমরা এই সমস্ত ব্যবহারিক বিষয়গুলি প্রয়োগ করব? এই পাঠের উদ্দেশ্য হল যে বাইবেল বিবাহ সম্বন্ধে আমাদের কী শিক্ষা দেয় এবং সেই সঙ্গে আপনাকে যেন প্রস্তুত করা যায় এবং সেই সঙ্গে এই সত্য কিভাবে প্রয়োগ করা যায় তার এক গভীর বোধগম্যতা দেওয়া। বাইবেলের ভিত্তি স্থাপন করার পরে, এই বক্তৃতাগুলির আলোচ্য বিষয়গুলি খুব বাস্তব হবে, স্বামী এবং স্ত্রীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাইবেলের নীতিগুলি কীভাবে প্রয়োগ করা যায় তার উদাহরণ প্রদান করার দ্বারা। তাই, আপনি যদি আরও ভালোভাবে বুঝতে চান যে ঈশ্বরের বাক্য বিবাহ সম্বন্ধে কী শিক্ষা দেয়, তাহলে এই বক্তৃতাগুলির উপর লক্ষ্য আপনাকে উপকৃত করবে।

এই প্রথম বক্তৃতাটি বাইবেলের বিবাহের জন্য ঈশ্বরের অগ্রাধিকারগুলিকে পরিচয় করিয়ে দেয়। কী বিষয় একটি খ্রীষ্টিয় বিবাহকে প্রকৃতই খ্রীষ্টিয় বিবাহ করে তোলে? এটি আপনাকে অবাক করে দিতে পারে, কিন্তু এটি কেবলমাত্র দুজন খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী একে অপরকে বিয়ে করার ফলাফল নয়। একটি বিবাহকে সত্যিকারের খ্রীষ্টিয় বিবাহ হওয়ার জন্য, প্রথমত, এটি অবশ্যই পবিত্র শাস্ত্র অনুসৃত এবং নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। অন্য কথায়, একটি খ্রীষ্টিয় বিবাহ অবশ্যই একটি বাইবেল ভিত্তিক বিবাহ হতে হবে। দ্বিতীয়ত, বিবাহের কেন্দ্রে অবশ্যই প্রভু যীশু খ্রীষ্ট থাকবেন। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং একমাত্র তাঁর উপস্থিতিই ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করার অনুগ্রহ প্রদান করে। তৃতীয়ত, সুসমাচারকে অবশ্যই বিবাহের সম্পর্ককে আকার প্রদান কররে এবং পরিব্যাপ্ত করবে। এখন এর অর্থ হল যে যারা নিরাশার মধ্যে প্রলুব্ধদের তাদের জন্য আশা আছে।

বিশ্বাসীদের জন্য যারা বিবাহে সংগ্রাম করছে, প্রভু দুটি কারণের জন্য আশা প্রদান করেন। প্রথমত, ঈশ্বরের বাক্য আমাদের সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য যথেষ্ট। দ্বিতীয় তিমথি ৩:১৬-১৭ -তে আমরা পড়ি, "সমস্ত শাস্ত্র ঈশ্বরের নিঃশ্বসিত এবং তা শিক্ষা, সংশোধন, তিরস্কার, ধার্মিকতা এবং নির্দেশের জন্য লাভজনক: যেন ঈশ্বরের লোক পরিপক্ক, সমস্ত সতকর্ম্মের জন্য সুসজ্জীভূত হয়।" দ্বিতীয়ত, আশা আছে কারণ ঈশ্বরের অনুগ্রহই আমাদের সকল প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট। ২ করিন্থীয় ১২:৯ পদে খ্রীষ্ট পৌলকে বলেছিলেন, "আমার অনুগ্রহই তোমার জন্য যথেষ্ট; কারণ আমার শক্তি দুর্বলতায় সিদ্ধি পায়।" বিশ্বাসীর সবচেয়ে বড় প্রয়োজন তার পাপ থেকে উদ্ভূত হয় এবং ঈশ্বর তাঁর অনুগ্রহে পাপের ব্যবস্থা করেছেন। রোমীয় ৫:২০ বলে, " ... কিন্তু যেখানে পাপের বাহুল্য হয়; সেখানে অনুগ্রহ আরও উপচিয়া পড়িল।" সুসমাচারে, ঈশ্বরের আত্মা বৃদ্ধি এবং পরিবর্তন ঘটায়।

আপনি যদি বিবাহিত হন বা আপনি যদি বিয়ের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, অনুগ্রহ করে স্বীকার করুন যে এই ক্লাসটি আপনার জন্য এবং শুধুমাত্র আপনার স্ত্রীর জন্য নয়। অন্য কথায়, এই আলোচনা থেকে লাভ গ্রহণ করা বাক্যের কার্যকারী হওয়ার উপর নির্ভরশীল এবং শুধুমাত্র শ্রোতা হওয়ার দ্বারা নয়, যেমন আমরা যাকোব ১:২২-২৫ পদে পড়ি। মথি ৭:২৪-২৭ পদে খ্রীষ্টের পার্ব্বত্য উপদেশের শেষে আপনি মনে রাখবেন, যীশু বালির উপর নির্মিত একটি গৃহ এবং শৈলের উপর নির্মিত একটি গৃহের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছেন; আর তিনি বলেন যে ঝড় আসে, বৃষ্টি নামে, বাতাস বয় এবং আরও অনেক কিছু হয়, কিন্তু দুটি গৃহের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। বালির উপর যে বাড়ি তৈরি করে তা ঝড়ের তাণ্ডবে ভেঙে পড়ে, যেখানে পাথরের ওপর তৈরি গৃহ দৃঢ় ও অবিচল থাকে। খ্রীষ্ট সেই অনুচ্ছেদে বলেছিলেন, "অতএব, যে কেউ আমার এই কথাগুলি শুনে এবং সেগুলি পালন করে, আমি তাকে একজন জ্ঞানী ব্যক্তির সাথে তুলনা করব, যে শৈলের উপর তার বাড়ি তৈরি করেছিল।" সত্য শোনা, স্বীকার করা, কিন্তু তারপর সত্য প্রয়োগ না করে এবং পরিবর্তন বাস্তবায়ন না করে এগিয়ে যাওয়া, সহজ বিষয়। ফলস্বরূপ, আমি আপনাকে দৃঢ়ভাবে উত্সাহিত করব নিজের বাইবেলটি সামনে রেখে এই বক্তৃতাগুলির মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে।

এই পাঠের শিরোনাম হল বাইবেল ভিত্তিক বিবাহ, আর আমরা বক্তৃতাগুলির মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আমি অনেক শাস্ত্রের অনুচ্ছেদের দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করব। কিন্তু, আপনার এই শিক্ষা দানের বিষয়ে প্রার্থনা করা

উচিত, যেন এটি আপনার চোখ খুলতে এবং আপনার হৃদয় অনুসন্ধান করতে এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা তাঁর সত্যগুলি প্রয়োগ করতে উপকারি হয়। আপনি যদি বিবাহিত, তাহলে আপনি আপনার এই টিকাগুলি একসাথে দেখলে ভালোই করবেন, শাস্ত্রের অনুচ্ছেদগুলি দেখুন এবং আলোচনা করুন যে কীভাবে সেগুলি আপনার নির্দিষ্ট প্রয়োজনের জন্য প্রযোজ্য।

প্রথমত, এই বক্তৃতায়, আমরা বাইবেলের বিবাহের ভিত্তি বিবেচনা করতে যাচ্ছি। ঈশ্বরের মহিমা বৃদ্ধির জন্য বিবাহ বিদ্যমান। এখন এটি জীবনের ক্ষুদ্রতম বিবরণের ক্ষেত্রেও সত্য, যেমনটি আমরা ১ করিন্থীয় ১০:৩১ পদে পড়ি, যেখানে প্রভু আমাদের মনে করিয়ে দেন যে আমরা খাদ্য গ্রহণ করি বা পান করি, যাই করি না কেন, সবই ঈশ্বরের মহিমার জন্য করা উচিত। কিন্তু বিয়েতে এই কথাটা আরো কতটা সত্য। ইফিষীয় ৫:৩১-৩২পদে আমরা পড়ি, "এই জন্য মনুষ্য আপন পিতা ও মাতাকে ত্যাগ করবে এবং আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে এবং তারা দুজন এক দেহ হবে। এটি একটি মহান রহস্য; কিন্তু আমি খ্রীষ্ট এবং মণ্ডলীর বিষয়ে বলছি।" অন্য কথায়, বাইবেলের বিবাহ সমগ্র বিশ্বের সামনে খ্রীষ্ট এবং মণ্ডলীর একটি আদর্শ স্থাপন করে, যা ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রদর্শন করে এবং ক্রুশের উপরে তাঁর আত্মত্যাগের কাজের দ্বারা বিবাহকে সংজ্ঞায়িত করে।

অনেক বিষয়বস্তু, যেমন পাপ এবং অনুগ্রহ, ক্ষমা, ঈশ্বরের ক্রোধ, একতা এবং প্রেম বাইবেল ভিত্তিক বিবাহ বোঝার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে; কিন্তু বিবাহ একটি অস্থায়ী আহ্বান। যীশু মথি ২২:৩০ পদে আমাদের এই কথা বলেন, "কেননা পুনরুত্থানে লোকে বিবাহ করে না এবং বিবাহিতাও হয় না, বরং স্বর্গে ঈশ্বরের দূতগণের ন্যায় থাকে।" সুতরাং এর মানে হল যে বিবাহ হল খ্রীষ্টের সেবা করার এবং তাঁর প্রশংসা করার একটি উপায়, কিন্তু এই জীবনে এটি নিশ্চিত নয়, অসুস্থতা, মৃত্যু বা এমনকি বিবাহ না করার কারণেই হোক না কেন, যেমনটি আমরা ১ করিন্থীয় ৭ অধ্যায়ে দেখি। এছাড়াও, ঈশ্বরের সমস্ত উপহারের মতো, আমাদের অবশ্যই এটিকে সর্বদা আলগাভাবে ধরে রাখতে হবে। প্রভু দেন, প্রভু নেন; তিনি নিজের ইচ্ছানুযায়ী দান করেন এবং বন্ধ করেন। অনুগ্রহের সুসমাচারে খ্রীষ্ট হলেন খ্রীষ্টিয় বিশ্বাসীদের সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার। এই সমস্ত বিষয় বলার পরে, আমরা বলতে চাই যে বিবাহ প্রভুর কাছ থেকে প্রাপ্ত একটি চমৎকার উপহার। ইব্রীয় ১৩:৪ বলে, "বিবাহ সকলের মধ্যে আদরণীয় ও সেই শয্যা বিমল হউক।" আমরা ১ তিমথি ৪:৩ এবং হিতোপদেশ ৫:১৮-১৯ পদে বিবাহকে উপহার হিসাবে বর্ণনা করার অনুরূপ বিষয়গুলি পাই।

ঈশ্বরের সমস্ত উপহারের মতো, বিবাহ অবশ্যই একটি স্ব-সেবামূলক প্রতিমা হয়ে না উঠুক। খ্রীষ্টের প্রতি ভালোবাসা অবশ্যই যে কোন পত্নীর প্রতি ভালোবাসাকে ছাড়িয়ে যাবে। যীশু লূক ১৪:২৬ এবং ১৮:২৯-৩০ এর মতো স্থানে এবং সেইসাথে অন্য স্থানেও এটিকে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে উপস্থাপন করেছেন। এটি আমাদের এই উপসংহারে নিয়ে যায় যে আপনি খ্রীষ্টকে সর্বাধিক ভালোবাসার মাধ্যমে আপনার স্ত্রীকে সর্বোত্তম ভালোবাসবেন। যিরমিয় ২:১৩ আমাদের সতর্ক করে, "কেননা আমার প্রজাবৃন্দ দুই দোষ করিয়াছে; জীবন্ত জলের উনুই যে আমি, আমাকে তাহারা ত্যাগ করিয়াছে; আর আপনাদের জন্য কূপ খুদিয়াছে, সেগুলি ভগ্ন কূপ, জলাধার হইতে পারে না।" যখনই আপনার পত্নী যীশুর স্থলাভিষিক্ত হন, আপনি একটি শুকনো কুন্ডের বিনিময়ে জীবন্ত জলের ঝরনা ত্যাগ করেন। এটি দাম্পত্য কলহের উৎস হয়ে উঠতে পারে। ব্যবহারিক প্রভাবগুলি চিন্তা করুন।

আপনি যখন আপনার সঙ্গীকে খ্রীষ্টের জায়গায় স্থাপন করেন এবং আপনি আশা করেন যে তারা কেবলমাত্র প্রভু যা সরবরাহ করতে পারেন তা সরবরাহ করবে, তখন আপনি তাদের প্রেমের ওঠানামার প্রতি অতিসংবেদনশীল হবেন এবং আপনার সঙ্গী আপনার প্রত্যাশা পূরণ না করলে সহজেই উত্তেজিত হবেন। যদি আপনার সন্তোষজনক জলের অবিরাম সরবরাহ খ্রীষ্টের কাছ থেকে প্রবাহিত হয়, তাহলে আপনি আনন্দিত হবেন যখন খ্রীষ্ট আপনার পত্নীকে খ্রীষ্টের জায়গায় না রেখে আপনার প্রতি তার ভালোবাসা প্রকাশ করার জন্য ব্যবহার করবেন। আর যখন আপনার পত্নী আপনাকে কষ্ট দেয় বা হতাশ করে এবং খ্রীষ্ট আপনার আনন্দের বিষয়বস্তু, তখন আপনার সুখের উৎস নিরবচ্ছিন্ন থাকবে। আপনি দেখতে পাচ্ছেন, খ্রীষ্টের সাথে আপনার বিবাহের অবস্থা আপনার স্ত্রীর সাথে আপনার বিবাহের ব্যবহারিক কাজকর্মকে সরাসরি প্রভাবিত করবে। খ্রীষ্টের সাথে আপনার সম্পর্ক দৃঢ় না হলে, আপনার বিবাহ দৃঢ় হবে না। এটি একটি সুন্দর খ্রীষ্ট-মহিমার প্রকাশন যখন উভয় স্বামী-স্ত্রী তাদের প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ত জীবনযাপন করে। এমনকি যদি আপনার পত্নী খ্রীষ্টকে নিজের মতো করে অনুসরণ করতে না চান, তাহলেও আপনি প্রেম এবং আনন্দ এবং শান্তিতে পূর্ণ একটি প্রচুর আশীর্বাদপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারেন এবং আপনি যদি খ্রীষ্টের সাথে আপনার বিবাহ, সর্ববিষয়ে অগ্রগণ্য হয় তবে আপনি ঈশ্বরকে মহিমা দিতে পারবেন।

দ্বিতীয়ত, আমাদের বিয়ের জন্য ঈশ্বরের নকশা বিবেচনা করা উচিত। বিবাহের জন্য ঈশ্বরের প্রাথমিক নকশা হল সাহচর্য। আমরা বাইবেলের শুরুতে আদিপুস্তক ২:১৮ পদে দেখতে পাই যেখানে বলা হয়েছে, "আর সদাপ্রভু ঈশ্বর কহিলেন, মনুষ্যের একাকী থাকা ভালো নয়; আমি তাহার জন্য তাঁহার অনুরূপ সহকারিণী নির্ম্মাণ করি।" একইভাবে, উদাহরণস্বরূপ, মালাখি ২:১৪ একজন স্ত্রীকে "তোমার সখী (সহচর)" এবং "তোমার যৌবনের স্ত্রী" হিসাবে বর্ণনা করে। আমরা শাস্ত্রের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় একই বিষয়বস্তু দেখতে পাই। সুতরাং, একটি দম্পতির সন্তান হোক বা না হোক, তারা সাহচর্যের এই প্রাথমিক উদ্দেশ্য পূরণ করতে সক্ষম।

কিন্তু, বাইবেল বিবাহের জন্য অন্তত তিনটি মাধ্যমিক নকশা প্রদান করে। তার অন্তর্ভুক্ত, প্রথমটি হল, প্রজনন। আবার, শাস্ত্রের শুরুর দিকে ফিরে তাকালে, আদিপুস্তক ১:২৮ পদ বলে, "পরে ঈশ্বর তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন; ঈশ্বর কহিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও এবং পৃথিবী পরিপূর্ণ ও বশীভূত কর।" তাই বংশবৃদ্ধিও একটি উদ্দেশ্য। এর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে

সংযুক্ত আমাদের কাছে একটি দ্বিতীয় উদাহরণ রয়েছে, যা মণ্ডলীর মধ্যে চুক্তির প্রচারের এক বীজ স্বরূপ। মালাখি ২:১৫ বলে, "তিনি কি একমাত্রকে গড়েন নাই? তাঁহার ত আত্মার অবশিষ্টাংশ ছিল। আর একমাত্র কেন? তিনি ঈশ্বরীয় বংশের চেষ্টা করিতেছিলেন। অতএব তোমরা আপন আপন আত্মার বিষয়ে সাবধান হও এবং কেহ আপন যৌবনকালীন স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা না করুক।" একটি তৃতীয় উদাহরণ লালসা এবং ব্যাভিচার প্রতিরোধ করা হবে। পৌল ১ করিন্থীয় ৭ অধ্যায়ে এই বিষয়ে সম্বোধন করেছেন; তিনি ২য় পদে বলেছেন, "কিন্তু ব্যভিচার নিবারণের জন্য প্রত্যেক পুরুষের নিজের নিজের ভার্জ্যা থাকুক এবং প্রত্যেক স্ত্রীর নিজের নিজের স্বামী থাকুক।" আবার ৯য় পদে, "কিন্তু তাহারা যদি ইন্দ্রিয় দমন করিতে না পারে, তবে বিবাহ করুক।" ওয়েস্টমিনস্টার কনফেশন অফ ফেইথ, অধ্যায় ২৪, অনুচ্ছেদ ২-এ এই সমস্তটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে, যেখানে আমরা পড়ি, "বিবাহ স্বামী ও স্ত্রীর পারস্পরিক সাহায্যের জন্য নির্ধারিত হয়েছিল;" – তাই সাহচর্যের চিত্র আছে, কিন্তু তারপরে এটি চলে যায় – "একটি বৈধ বিষয় নিয়ে মানবজাতির বৃদ্ধির জন্য এবং [একটি] পবিত্র বীজ সহ মণ্ডলীর এবং অপবিত্রতা [প্রতিরোধ] জন্য।" আমরা যে তিনটি গৌণ উদ্দেশ্য তুলে ধরেছি যা এখানে আমরা দেখতে পায়।

তৃতীয়ত, এই বক্তৃতায়, আমাদের বিবাহের প্রথম অগ্রাধিকার বিবেচনা করা দরকার, আর এই অগ্রাধিকারটি সেই উদ্দেশ্য থেকে প্রবাহিত হয় যা আমরা শাস্ত্রে পেয়েছি। বিবাহের প্রথম অগ্রাধিকার হল একতা, বা আপনি ঐক্য বলতে পারেন। আমরা জানি যে এটি একটি মস্ত বিষয় কারণ এটি সত্য, প্রথমত, বিবাহের সর্বোচ্চ আদর্শ, যথা খ্রীষ্ট এবং তাঁর বধূ, মণ্ডলী। আপনি ইফিষীয় ৫:৩০-৩২ এর শেষের দিকে তাকান। অনুগ্রহের চুক্তিতে, খ্রীষ্ট একটি বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আসেন যার মাধ্যমে বিশ্বাসীদেরকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সাথে একত্রে বিশ্বাস রক্ষা করে আনা হয়। সেই পরিত্রাণকারী সংযুক্তির সময় এবং অনন্তকালের মধ্যে ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ তৈরি করে। সুতরাং, আমরা বিবাহের সর্বোচ্চ আদর্শে দেখি যে ঐক্য বা একতা প্রধান অগ্রাধিকার হিসাবে কাজ করে। দ্বিতীয়ত, বিবাহে ঐক্য ও একতা বিশেষভাবে শাস্ত্রে নির্ধারিত আছে। আপনি ১ পিতর ৩:৭ এর কথা ভাবুন, যেখানে এটি বলে, "তদ্রূপ, হে স্বামীগণ, স্ত্রীলোক অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল পাত্র বলিয়া তাহাদের সহিত জ্ঞানপূর্ব্বক বাস কর, তাহাদিগকে আপনাদের সহিত জীবনের অনুগ্রহের সহাধিকারিণী জানিয়া সমাদর কর; যেন তোমাদের প্রার্থনা রুদ্ধ না হয়।" আবার, আমরা এটিকে অন্যত্র বর্ণিত দেখতে পাই, পুরাতন এবং নতুন নিয়ম উভয়েই। একতা এবং ঐক্য বিবাহের পরিপূর্ণ কার্যে শারীরিকভাবেও চিত্রিত করা হয়েছে, আর যীশু আদিপুস্তক ১:২৪-২৫ পদে উল্লেখ করে এটি নিশ্চিত করেছেন যখন তিনি মথি ১৯:৫-৬ পদে এই কথাগুলি বলেছেন, "এই কারণ মনুষ্য পিতা ও মাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে এবং সে দুই জন একাঙ্গ হইবে?" সুতরাং তাহারা আর দুই নয়, কিন্তু একাঙ্গ। অতএব ঈশ্বর যাহার যোগ করিয়া দিয়াছেন, মনুষ্য তাঁহার বিয়োগ না করুক।"

যদি এটি প্রধান অগ্রাধিকার হয়, তাহলে বিশ্বাসীরা, স্বামী বা স্ত্রী যাই হোক না কেন, এই বাইবেলের ঐক্য গড়ে তোলেন? এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আমরা কিভাবে এই ঐক্যের পরিবেশ গড়ে তুলবো? বাইবেল শিক্ষা দেয় যে একতা এবং বিশ্বাস এবং উন্মুক্ততার মধ্যে একটি সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং আপনি যদি সর্বান্তকরণের বিশ্বাসের কথা চিন্তা করেন, সর্বান্তকরণে বিশ্বাস প্রতিটি সম্পর্কের মধ্যে ঐক্যের ভিত্তি। উদাহরণস্বরূপ, খ্রীষ্টের সাথে বিশ্বাসীর সম্পর্ক তাঁর উপর বিশ্বাস বা নির্ভরতার উপর নির্মিত। আপনি এটি সাধারণ খ্রীষ্টিয় বন্ধুত্বের মধ্যে চিত্রিত দেখতে পান। একটি ভালো উদাহরণ হতে পারে দাউদ এবং যোনাথন, যা আপনি ১ শময়েল ১৮ এবং ১৯ এর শুরুর দিকে পড়তে পারি। হিতোপদেশ ৩১:১১ পদে ধার্মিক স্ত্রীকে বর্ণনা করে এবং এটি বলে, "তাঁহার স্বামীর হৃদয় তাঁহাতে নির্ভয় করে, স্বামীর লাভের অভাব হয় না।" দাম্পত্য জীবনে বিশ্বাস খোলামেলা এবং সততার দ্বারা রক্ষা পাই, তাই যদি স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েই একে অপরের সাথে খোলামেলা এবং সৎ হয় তবে এটি একে অপরের প্রতি তাদের বিশ্বাসকে গভীর ও শক্তিশালী করবে।

আপনার সঙ্গীকে ভালোবাসার জন্য স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েরই হওয়ার প্রয়োজন। সুতরাং আপনি যদি ইফিষীয় ৫ এর শেষের দিকে তাকান, আপনি তিনটি ভিন্ন সময় দেখতে পাবেন। পদ ২৫ এবং তারপর ২৮ এবং ৩৩ থেকে শুরু করে, স্বামীদের তাদের স্ত্রীদের ভালোবাসার জন্য স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। কলসীয় ৩:১৯ একই বিষয়ে বলে। কিন্তু এটি স্ত্রীদের ক্ষেত্রেও সত্য। তীত ২:৪ পদে আমাদের বলা হয়েছে যে বয়স্ক মহিলারা "তাহারা (বয়স্ক মহিলারা) যেন যুবতীদিগকে সংযত করিয়া তুলেন ...।" আর তাই, ঐক্যের এই পরিবেশ বাইবেলের প্রেমের সাধনার উপর নির্ভরশীল। এর অর্থ আমাদের শর্তাবলীগুলি সংজ্ঞায়িত করতে হবে। বাইবেলের প্রেমের সংজ্ঞা বিবেচনা করে, আমরা শিখি, উদাহরণস্বরূপ, এটি মন্দকে ধরে নেয় না এবং এটি উদ্দেশ্যগুলিকে দায়ী করে না। আমি আপনাকে ফিরে যেতে উত্সাহিত করব এবং সেই সুপরিচিত অধ্যায়, ১ করিন্থীয় ১৩ অধ্যায় পড়ার জন্য উৎসাহিত করব যেখানে কিছু উপায় বলার দ্বারা ঈশ্বর সত্যিকারের ভালোবাসাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। আপনি যদি কিছু অনুমান করেন তবে আপনি শ্রেষ্ঠটি অনুমান করবেন। অন্যথায়, আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। অগণিত সমস্যা এড়ানো যেতে পারে আপনার পূর্বধারণা থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র এটি স্বীকার করার দ্বারা যে আপনি জানেন না – আপনার স্ত্রী কী ভাবছেন বা কী অনুভব করছেন। অর্থাৎ, আপনি এটিকে কিছু খারাপ বিষয় মনে করেন না এবং যে উদ্দেশ্যগুলি এই ধারণাকে প্ররোচিত করে আপনি সেগুলিকেও তোয়াক্কা করেন না।

আমরা এখানে আর কী শিখব? আমরা শিখি যে প্রেম এমন কিছু নয় যা কেবল স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে। ভালোবাসা হল অন্যের জন্য নিজের জীবন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি। কেন কিছু লোক বিয়ের সম্ভাবনা নিয়ে উত্তেজিত? এইজন্য যে তাঁদের যত্নে

আগলে রাখা হবে বা সম্মান পাবে বা কারো একচেটিয়া স্নেহ ও মনোযোগ পাবে? নাকি অন্য কারোর সেবায় জীবন বিসর্জন দেওয়ার জন্য? আমরা কি একজন জীবনসঙ্গী এই ভিত্তিতে চয়ন করি যে এই ব্যাক্তি আমাকে নিজের বিষয়ে ভালো অনুভব করায় অথবা নাকি ধার্মিকতার ভিত্তিতে বা একই সাথে ঈশ্বরের মহিমার সাধনার ভিত্তিতে? প্রেম বিবেচনায়, আপনি এটি লালসার সাথে উল্টোটি বেছে নিতে পারেন। প্রেম এবং লালসা দুইটি বিপরীত বিষয়। প্রাপ্তির সাথে লালসা গ্রাস করা হয়, যেখানে ভালোবাসা হল দেওয়ার প্রতিশ্রুতি, কখনও কখনও আমরা কেমন অনুভব করি বা আমাদের আবেগ যাই হোক না কেন। লালসা বলে, "আমি নিজের জন্য চাই।" প্রেম বলে, "আমি আমার স্ত্রীর বা স্বামীর জন্য ত্যাগ করব।" তাই লালসাকে লুপ্ত করার জন্য, আমাদের অবশ্যই আত্মত্যাগ করতে হবে এবং আমাদের স্বামী বা স্ত্রীকে আনন্দ দেওয়ার মধ্যে আমাদের আনন্দ খুঁজে নিতে হবে। এটিই খ্রীষ্ট আমাদের করার জন্য আহ্বান করেছেন। তিনি আমাদের আত্মত্যাগের আহ্বান জানান।

প্রেমের সম্পর্ক লক্ষ্য করুন, উদাহরণস্বরূপ, শাস্ত্রে প্রেম এবং দান করার সম্পর্ক। আপনি যদি ইফিষীয় ৫ এর সেই অনুচ্ছেদে ফিরে যান, এটি বলে, 'স্বামীরা, আপনার স্ত্রীকে ভালোবাসুন যেমন খ্রীষ্ট মণ্ডলীকে ভালোবেসেছেন এবং তার জন্য নিজেকে বলিদান করেছেন।' অথবা যোহন ৩:১৬-র কথা চিন্তা করুন, "কারণ ঈশ্বর জগতকে এমন প্রেম করিলেন যে আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন," বা গালাতীয় ২:২০, "খ্রীষ্টের সহিত আমি ক্রুশারোপিত হইয়াছি, আমি আর জীবিত নই, কিন্তু খ্রীষ্টই আমাতে জীবিত আছেন।" – লক্ষ্য করুণ – "যিনি আমাকে প্রেম করেছেন এবং আমার জন্য নিজেকে দিয়েছেন।" তাই প্রেমকে সংজ্ঞায়িত করা হয় দেওয়ার মাধ্যমে। আমাদের একে অপরের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করার একটি অভ্যাসে পরিণত করা উচিত। আপনার স্বামী বা স্ত্রীর ক্ষেত্রে, আপনাকে আপনার সময় এবং চিন্তাভাবনা এবং পরিবেশন এবং আপনার কান, আপনার বক্তৃতা, আপনার মনে যা আছে তা তার কাছে পৌঁছে দেওয়ার বিষয়ে আপনাকে ভাবতে হবে।

আমাদের কাছে একে অপরকে দেওয়ার জন্য এবং আত্মত্যাগ করার জন্য বহু উপায় রয়েছে। ১ করিন্থীয় ১৩-র কথা চিন্তা করুন, কারণ এটি এও শিক্ষা দেয় যে প্রেম (৫ পদে নিজের বিষয়ে চিন্তা করে না। পরিবর্তে ভালোবাসা পাওয়ার জন্য আমাদের ভালোবাসা উচিত নয়। সেই বিবাহের কথা কল্পনা করুন যেখানে প্রতিটি স্বামী বা স্ত্রীর অন্যের জন্য আনন্দ আনতে তাদের ক্ষমতার সবকিছু করতে ১০০% নিবেদিত এবং ০% নিজের জন্য চিন্তিত। এটি সেই ধরনের আত্মত্যাগ বা বলিদান যা ঈশ্বর আপনাকে বিবাহে করার জন্য আহ্বান করেছেন। ফিলিপীয় ২:২০-২১ পদে পৌল তিমথিকে কীভাবে বর্ণনা করেছেন তা শুনুন, "কারণ আমার কাছে এমন সমপ্রাণ কেহই নাই যে, প্রকৃতরূপে তোমাদের বিষয়ে চিন্তা করিবে। কেননা উহারা সকলে যীশু খ্রীষ্টের বিষয় নয়, কিন্তু আপন আপন বিষয় চেষ্টা করে।" যদি উভয় স্বামী-স্ত্রী এটিকে একটি লক্ষ্য হিসাবে অনুসরণ করেন, তাহলে এর ফলে সমৃদ্ধ হবে।

কিন্তু, এটিও খ্রীষ্টের মহিমা এবং তাঁর সুসমাচারের একটি মহিমান্বিত প্রদর্শন। খ্রীষ্ট কিছুই ধরে রাখেননি; তিনি তাঁর বধূর জন্য সব দিয়ে দিয়েছেন। ফিলিপীয় ২:৪-৫ পদে বলা হয়েছে, "... প্রত্যেক জন আপনার বিষয়ে নয়, কিন্তু পরের বিষয়েও লক্ষ্য রাখ। খ্রীষ্ট যীশুতে যে ভাব ছিল, তাঁহা তোমাদিগেতেও হউক।" পৌল তারপরে খ্রীষ্টের সমর্পণ এবং তাঁর বলিদান বর্ণনা করে চলেছেন। মণ্ডলীকে [অবশ্যই] বলা হয়, কিছু নিজের জন্য ধরে না রাখে। মণ্ডলী প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সেবায় যেন সর্বস্ব দেয়; আমাদের নিজেদের স্বর্গে স্থিত স্বামীর জন্য সব দিতে হবে। ২ করিন্থীয় ৫:১৫ পদ বলে, "আর তিনি সকলের জন্য মরিলেন, যেন, যাহারা জীবিত আছে, তাহারা আর আপনাদের উদ্দেশে নয়, কিন্তু তাঁহারই উদ্দেশে জীবন ধারণ করে, যিনি তাহাদের জন্য মরিয়াছিলেন ও উত্থাপিত হইলেন।" যদি ভালোবাসার সারাংশ অন্যদের দেওয়া হয়, তাহলে আমাদের শিখতে হবে কীভাবে কার্যকরভাবে ভালোবাসা প্রকাশ করতে হয়।

অন্য কথায়, এটি অপরিহার্য যে আপনি জানেন যে অন্যরা কীভাবে ভালোবাসা গ্রহণ করতে পছন্দ করে, আপনি নিজে কীভাবে এটি সবচেয়ে বেশি উপভোগ করেন তা নয়। আর এটি আত্মত্যাগের আরেকটি রূপ এবং আপনার প্রেমের উপজাত বিষয়, বিবাহের ক্ষেত্রে, আপনার স্বামী বা স্ত্রীর মধ্যে আনন্দ উৎপন্ন করে আপনার আনন্দ খুঁজে পাওয়া। এটি আপনার স্ত্রীকে জানার একটি দিকও বটে। ভবিষ্যতের কোনো ভাষণে বা বক্তৃতায়, আমরা সেটিকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে দেখব; বাইবেল স্বামীদেরকে তাদের স্ত্রীদের জানার জন্য এবং স্ত্রীদেরকে তাদের স্বামীদেরকে জানতে আহ্বান করে। আর তাই আমাদের জানতে হবে, ভালোবাসা পেয়ে তারা কীভাবে প্রশংসা করে? এটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ভালোবাসা হাজার হাজার উপায়ে প্রকাশ করা যেতে পারে, যার সবকটিই প্রত্যেকের জন্য সমান অর্থপূর্ণ নয়। উদাহরণস্বরূপ, এটি পরিচর্যার মাধ্যমে হতে পারে; সুতরাং এটি [হবে] প্রকল্প বা কাজ বা অন্যান্য জিনিসগুলিকে সাহায্য করা বা কিছু করার শারীরিক ক্রিয়াকলাপ। এটি প্রায়শই কারো কারো কাছে অর্থপূর্ণ ভালোবাসার প্রকাশ। আরেকটি উদাহরণ হবে শারীরিক সম্পর্ক; স্পর্শ করা এবং হাত ধরা ইত্যাদি। অথবা, এটি উপহার দেওয়াপ হতে পারে; উদারতা, একটি কার্ড বা একটি নোট বা অনুরূপ কিছু দিয়ে কাউকে অবাক করা। ভালোবাসা প্রকাশের আরেকটি উপায় হল প্রশংসার মৌখিক অভিব্যক্তি; কাউকে তাদের জন্য আপনার প্রশংসা বলা বা তাদের প্রতি আপনার ভালোবাসা মৌখিকভাবে প্রকাশ করা। আরেকটি উদাহরণ হল একসঙ্গে সময় কাটানো এবং এতে বক্তৃতা বা পরিষেবার কাজ জড়িত থাকতে পারে বা নাও থাকতে পারে। এটি হতে পারে কোথাও যাওয়া বা শুধু একসাথে বসে থাকা এবং একে অপরের সাথে সেই সময়টির অর্থ হল একটি দুর্দান্ত সময় কাটানো। আনুগত্য এবং বিশ্বস্ততা, অবশ্যই, ভালোবাসার আরেকটি অভিব্যক্তি

এবং সেখানে অনেক, অনেক, আরও অনেক কিছু আছে। আত্মত্যাগের আহ্বানকে অবশ্যই বিবাহ সম্পর্কের একটি তাত্ত্বিক ধারণা থেকে একটি বাস্তবতায় যেতে হবে। এর অর্থ চিন্তাশীল প্রতিফলন। এর অর্থ হল আপনার স্ত্রীকে অধ্যয়ন করা। এর অর্থ উদ্দেশ্যমূলকভাবে এমন উপায়গুলি অনুসরণ করা যা আপনি আপনার স্বামী বা আপনার স্ত্রীর মধ্যে আনন্দ এবং উন্নতির জন্য নিজেকে প্রদান করছেন।

উপসংহারে, এই বক্তৃতায় আমরা শাস্ত্র থেকে বিবাহে ঐক্যের অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠা করেছি। পরের বক্তৃতায়, আমরা অন্বেষণ করব যে বাইবেল কীভাবে পাপ থেকে উদ্ভূত দ্বন্দ্বগুলি সমাধান করার মাধ্যমে এই ঐক্য বজায় রাখা যায় সে সম্পর্কে কী শিক্ষা দেয়। পরবর্তী বক্তৃতাগুলিতে, আমরা আমাদের মনোযোগ সেই নির্দিষ্ট ভূমিকা এবং দায়িত্বগুলির দিকে মনোনিবেশ করবো যা ঈশ্বর স্বামী ও স্ত্রীদের জন্য অর্পণ করেছেন।